# ৫১তম বিসিএস

# Pioneer Batch

## প্রিলি - লিখিত কম্বাইন্ড প্রস্তুতি

## বাংলা সাহিত্য

লেকচার: ০১

**টপিক:**

বাংলা সাহিত্যের যুগ বিভাগ, প্রাচীন যুগ ও চর্যাপদ, অন্ধকার যুগ, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, বৈষ্ণব পদাবলী, চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস, জীবনী সাহিত্য।

উত্তরণ
ক্যারিয়ার এন্ড স্কিলস একাডেমি
09666775566
uttoron.academy

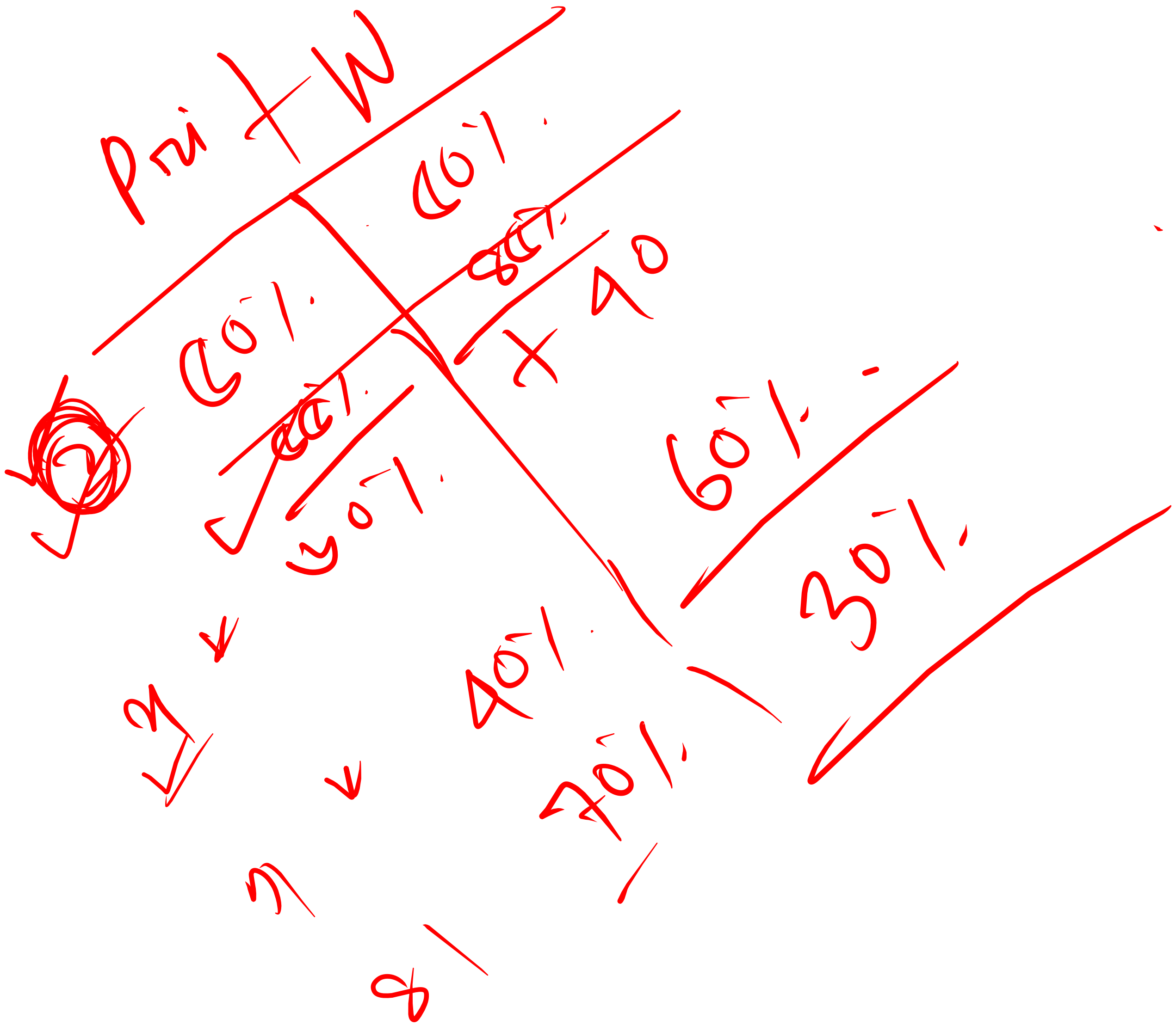
Pri + W
60%
60%
80%
80%
+ 90
60%
30%
40%
70%

## বাংলা ভাষা ও সাহিত্য

### পূর্ণমান: ৩০

| **ভাষা:** | **মান বণ্টন** |
|---|---|
| প্রয়োগ-অপপ্রয়োগ, বানান ও বাক্য শুদ্ধি, পরিভাষা, সমার্থক ও বিপরীতার্থক শব্দ, ধ্বনি, বর্ণ, শব্দ, পদ, বাক্য, প্রত্যয়, সন্ধি ও সমাস | ১৫ |
| **সাহিত্য:** | |
| ক) প্রাচীন ও মধ্যযুগ | ০৫ |
| খ) আধুনিক যুগ (১৮০০- বর্তমান পর্যন্ত) | ১০ |

# বিসিএস লিখিত সিলেবাস

পূর্ণমান – ২০০

## বাংলা প্রথম পত্র

**পূর্ণমান – ১০০**

**(সাধারণ এবং টেকনিক্যাল/পেশাগত উভয় ক্যাডারের জন্য)**

| | | |
|---|---|---|
| ১। | ব্যাকরণ-<br>(ক) শব্দ গঠন<br>(খ) বানান/বানানের নিয়ম<br>(গ) বাক্যশুদ্ধি/প্রয়োগ-অপপ্রয়োগ<br>(ঘ) প্রবাদ প্রবচনের নিহিতার্থ প্রকাশ<br>(ঙ) বাক্য গঠন | ৫ × ৬ = ৩০ |
| ২। | ভাব-সম্প্রসারণ | ২০ |
| ৩। | সারমর্ম | ২০ |
| ৪। | **বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক প্রশ্নের উত্তর*** ** | ৩০ |

# বিসিএস লিখিত সিলেবাস

## বাংলা দ্বিতীয় পত্র

**পূর্ণমান – ১০০**

**(শুধুমাত্র সাধারণ-ক্যাডারের জন্য)**

| | | |
|---|---|---|
| ১। | অনুবাদ (ইংরেজি থেকে বাংলা) | ১৫ |
| ২। | কাল্পনিক সংলাপ | ১৫ |
| ৩। | পত্র লিখন | ১৫ |
| ৪। | গ্রন্থ সমালোচনা | ১৫ |
| ৫। | প্রবন্ধ রচনা | ৪০ |

# টপিক ভিত্তিক বিগত বছরের প্রশ্ন সংখ্যা

| গুরুত্ব | বিষয় | প্রিলিমিনারি | লিখিত |
|---|---|---|---|
| ✪ | বাংলা সাহিত্যের যুগ বিভাগ | ৩৫তম বিসিএস | ৪৭তম বিসিএস |
| ✪✪✪ | চর্যাপদ পরিচিতি | ৪৯, ৪৫, ৪৩, ৪২, ৪১, ৪০, ৩৮, ৩৫, ৩৪, ৩৩, ৩০, ২৮, ১৭, ১৪তম বিসিএস | ৪৪, ৪৩, ৪১, ৪০, ৩৮, ৩৬, ৩৫, ৩৪, ৩৩, ৩১, ২৯, ২৮, ২৭, ২১, ২০, ১৭, ১০তম বিসিএস |
| ✪✪ | চর্যাপদের নামকরণ | ৪৬, ৩৭তম বিসিএস | ------------- |
| ✪✪ | চর্যাপদের পদকর্তা | ৪০, ৩৫, ৩০, ২৯তম বিসিএস | ৩০, ১৩, ১০তম বিসিএস |
| ✪ | চর্যাপদের প্রবাদ | ৪৭, ৪৩তম বিসিএস | -------------- |
| ✪ | চর্যাপদ বিষয়ক গ্রন্থ | ৩৭তম বিসিএস | ৩২তম বিসিএস |
| ✪ | ডাক ও খনার বচন | ৩৯তম বিসিএস | --------------- |
| ✪✪ | অন্ধকার যুগ | ৪৬, ৩৪, ৩২তম বিসিএস | ৪৫, ৩৭, ৩০তম বিসিএস |
| ✪✪✪ | শ্রীকৃষ্ণকীর্তন | ৪৮, ৪৭, ৪৬, ৪৪, ৩৮, ২৯, ২৮তম বিসিএস | ৪৬, ৪০, ৩৬, ৩১, ২৫, ১৫তম বিসিএস |
| ✪✪✪ | বৈষ্ণব পদাবলি | ৪৯, ৪৭, ৪৫, ৪৪, ৪১, ৪০, ৩৮, ৩৭, ২৮, ২৬, ২২, ২১তম বিসিএস | ৪১, ৩৫, ৩৪, ৩৩, ৩০, ২৯, ২৫, ২২, ২০, ১৫তম বিসিএস |
| ✪✪ | জীবনী সাহিত্য | ৪১, ৪০, ৩৬তম বিসিএস | ------------ |

# বাংলা সাহিত্যের যুগবিভাগ

❑ বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসকে প্রধানত ৩টি যুগে ভাগ করা হয়েছে –

- প্রাচীন যুগ (৬৫০ – ১২০০) সপ্তম - দ্বাদশ শতক পর্যন্ত
- মধ্য যুগ (১২০১ – ১৮০০) ত্রয়োদশ - অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত
- আধুনিক যুগ (১৮০১ – বর্তমান পর্যন্ত) উনিশ শতক - বর্তমান পর্যন্ত

# বাংলা সাহিত্যের যুগবিভাগ

- বাংলা সাহিত্যে শ্রীচৈতন্যদেবের প্রভাবের ভিত্তিতে মধ্যযুগকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়–

প্রাকচৈতন্য যুগ: ১৩৫১ – ১৫০০ খ্রি.

চৈতন্য যুগ: ১৫০১ – ১৬০০ খ্রি.

চৈতন্য পরবর্তী যুগ: ১৬০১ – ১৮০০ খ্রি. (মতান্তরে ১৭০১ – ১৮০০ খ্রি.)

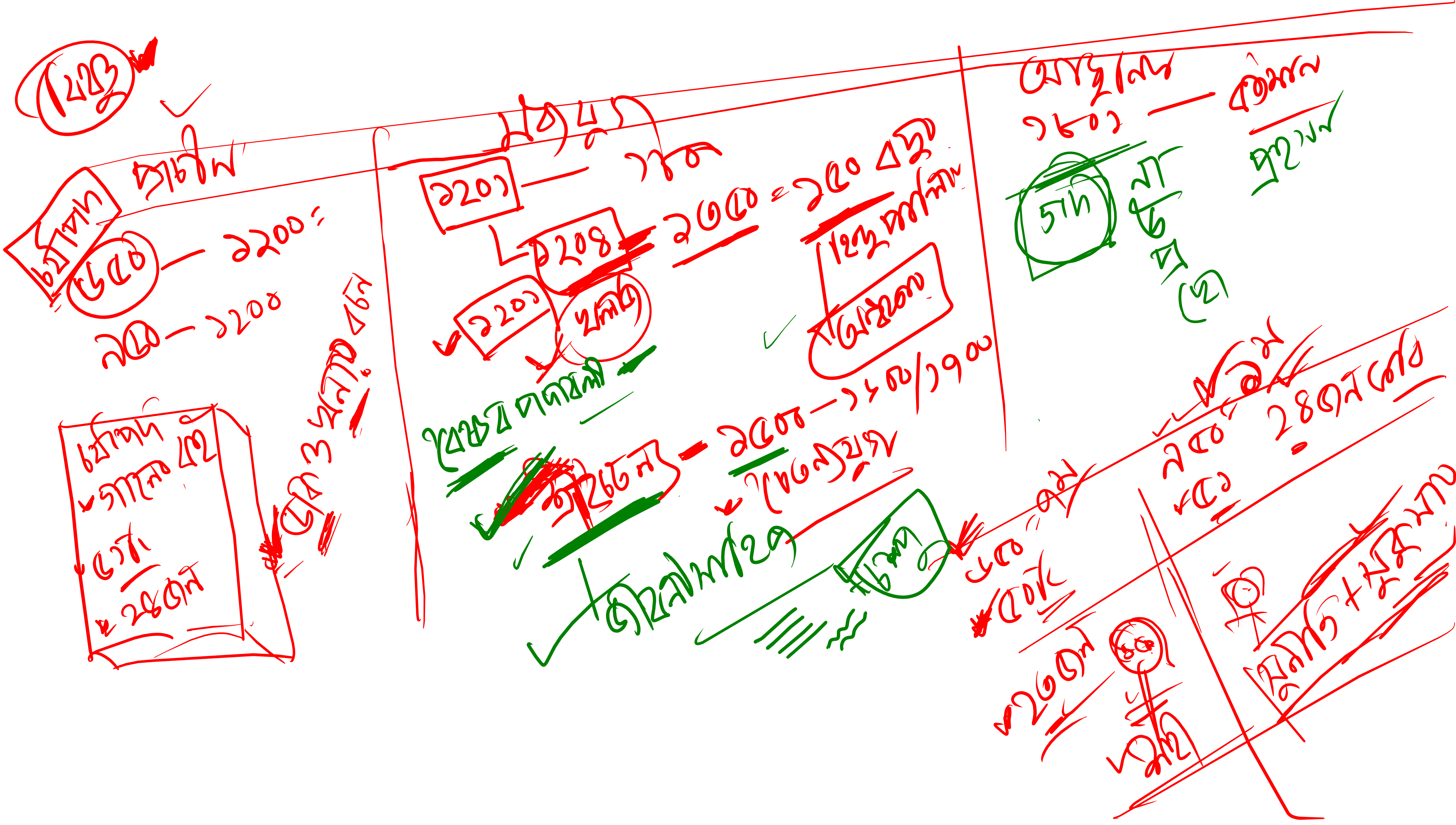

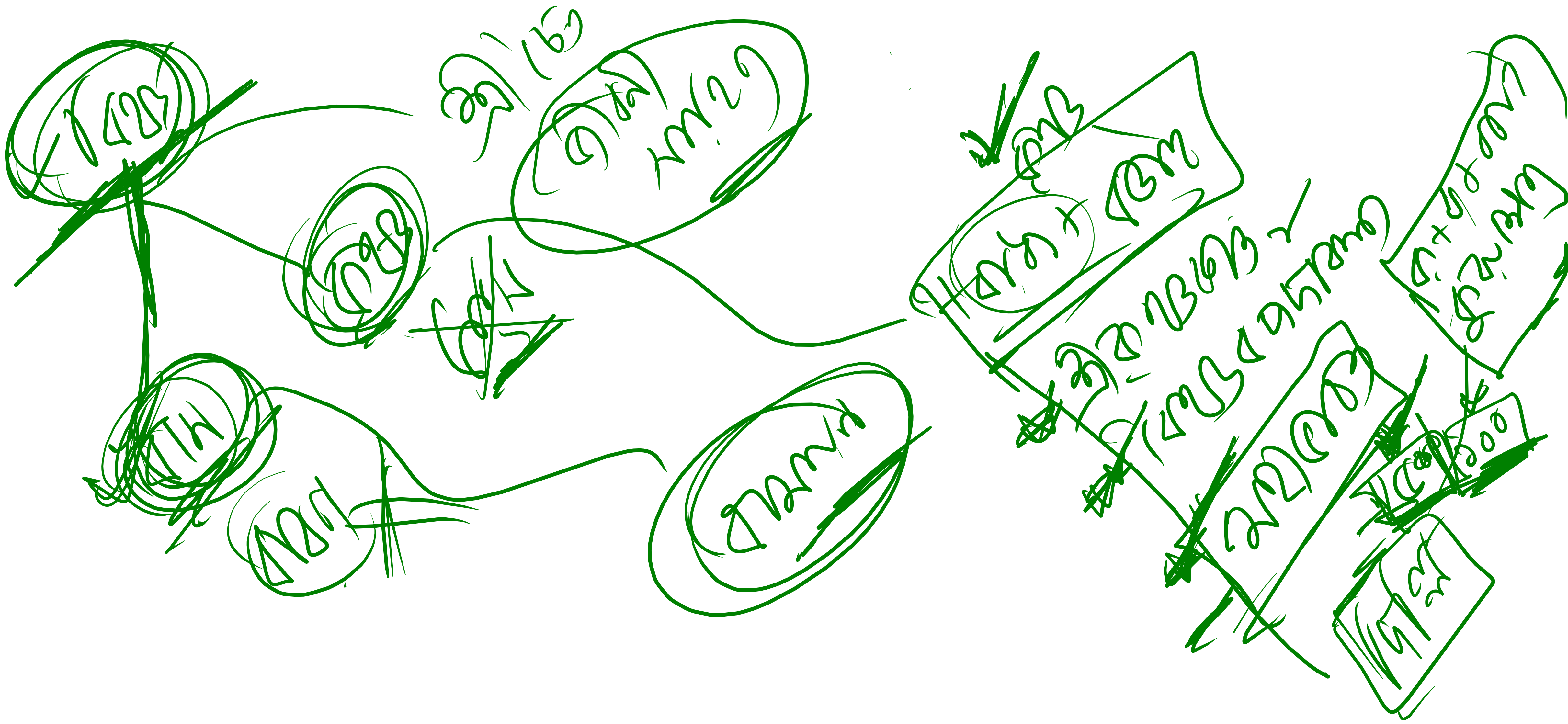

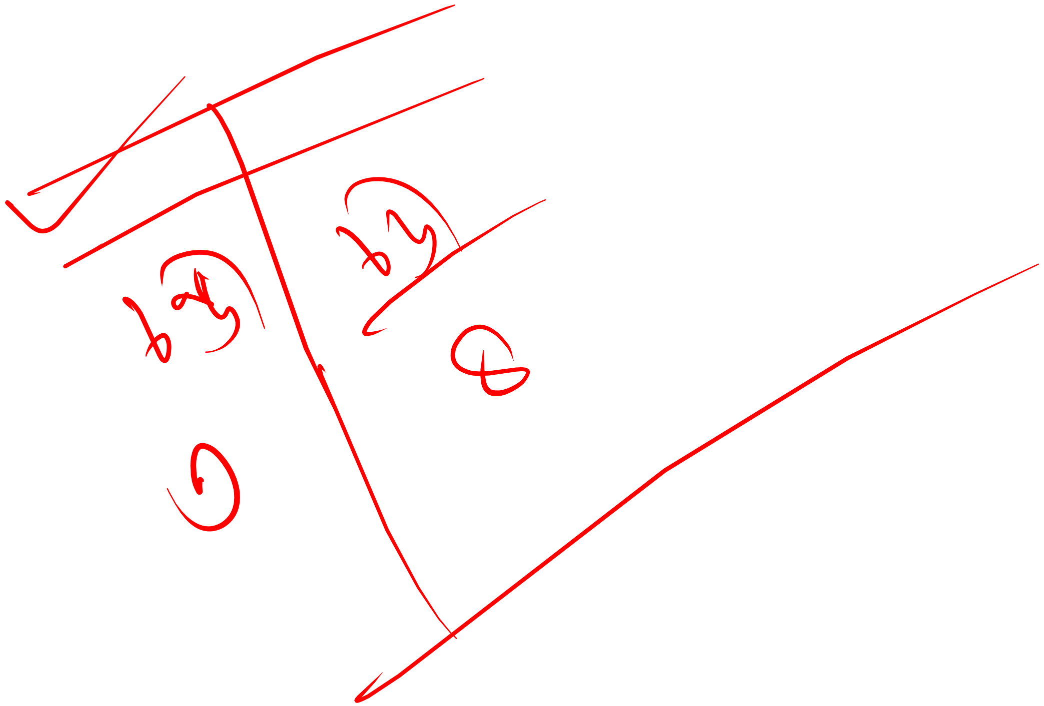

# প্রাচীন যুগ (৬৫০-১২০০)

ড: মুহম্মদ শহীদুল্লাহর মতে, বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন যুগ (৬৫০-১২০০ খ্রীঃ / সপ্তম শতাব্দী থেকে দ্বাদশ শতাব্দী) প্রায় ৫৫০ বছর

ড: সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে, বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন যুগ ৯৫০-১২০০ খ্রীঃ / দশম শতাব্দী থেকে দ্বাদশ শতাব্দী প্রায় ২৫০ বছর।

সুকুমার সেনের মতে, দশম হতে মধ্য চতুর্দশ শতাব্দী

** প্রাচীন যুগের সাহিত্যের একমাত্র বৈশিষ্ট্য ছিল – ধর্ম
** প্রাচীন যুগের একমাত্র সাহিত্যের নিদর্শন – চর্যাপদ।

# প্রাচীন যুগ (৬৫০-১২০০)

**চর্যাপদ**

- বাংলা সাহিত্যের একমাত্র আদি নিদর্শন
- চর্যাপদ হচ্ছে গানের সংকলন।
- চর্যাপদ হচ্ছে বৌদ্ধ সহজিয়া ধর্মের সাধনতত্ত্ব।
- চর্যাপদ হচ্ছে পাল ও সেন আমলে রচিত।
- চর্যাপদ মানে আচরণ/সাধনা।

## ❑ চর্যাপদের নামকরণ

- মুনিদত্তের মতে – আশ্চর্যচর্যাচয়।
- নেপালে প্রাপ্ত পুঁথিতে নাম – চর্যাচর্যবিনিশ্চয়।
- প্রবোধচন্দ্র বাগচীর মতে – চর্যাশ্চর্যবিনিশ্চয়।
- হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মতে – চর্য্যাচর্য্যবিনিশ্চয়।
- তিব্বতি অনুবাদের নাম – চর্যাগীতিকোষবৃত্তি।
- আধুনিক পন্ডিতদের মতে, মূল সংকলনের নাম ছিল – চর্যাগীতিকোষ।

# প্রাচীন যুগ (৬৫০-১২০০)

## ❑ চর্যাপদের আবিষ্কার:

- ১৮৮২ সালে রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র তাঁর 'Sanskrit Buddhist Literature in Nepal' গ্রন্থে নেপালে বৌদ্ধতান্ত্রিক সাহিত্যের কথা প্রকাশ করেন।
- মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ১৯০৭ সালে নেপালের রয়েল লাইব্রেরী থেকে একসঙ্গে ৪টি গ্রন্থ আবিষ্কার করেন। এর একটি হচ্ছে চর্যাপদ।
- বাকী ৩টি হচ্ছে অপভ্রংশ ভাষায় রচিত-
  - ✓ সরহপাদের দোঁহা
  - ✓ কৃষ্ণপাদের দোঁহা
  - ✓ ডাকার্ণব
- উল্লেখিত ৪টি গ্রন্থ একসঙ্গে কলিকাতার "বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ" থেকে প্রকাশিত হয় ১৯১৬ সালে।
- তখন চারটি গ্রন্থের একসঙ্গে নাম দেওয়া হয় হাজার বছরের পুরোনো বাঙ্গালা ভাষার বৌদ্ধ গান ও দোহা।

ปีพ = ๒๓๐
๒๘ } 1200

Lost = ๆ๑๑ ทุบ

ทาง/ตามมุม = ๑๑๔๗ = (สถาศ R2) = ๖๔ ดมก DV 4T

เงิน มา(๒๐) ทำเลงาน

ภาษา = ๑๑๑๖ = ๑๑๑๖ (๑๑๑๕)

สุทธิ สุมิต = ภาระภาษี

ODBC

๑๑๒๙ = มิติบูรณาการ = BMS

= ทิศทาง = มาตรฐาน

โอเค ภาระภาษี บทสรุป ผังเอง เวลา

# প্রাচীন যুগ (৬৫০-১২০০)

- ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় (১৯২৬): The Origin and Development of Bengali Language (ODBL)।
- ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ (১৯২৭): Buddhist Mystic Songs।

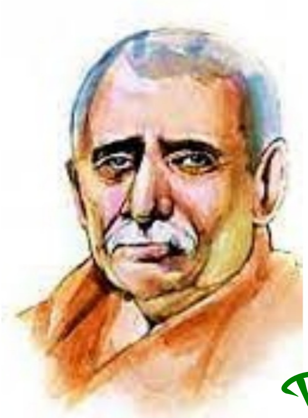

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী

ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

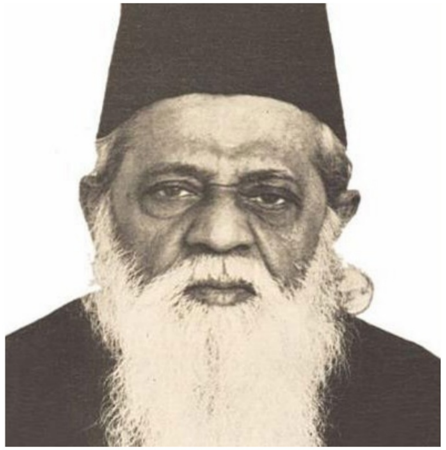

ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ

# প্রাচীন যুগ (৬৫০-১২০০)

## চর্যাপদের ভাষাঃ

- প্রাচীন বাংলা ভাষায় রচিত।
- হিন্দি, মৈথিলী, অসমিয়া, সংস্কৃত ভাষার প্রভাব রয়েছে।
- **ড. হরপ্রসাদ শাস্ত্রী:** সান্ধ্য ভাষা / সন্ধ্যা ভাষা / আলো আঁধারের ভাষা।
- **ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ:** এ ভাষাকে বঙ্গকামরূপী ভাষা।
- চর্যাপদে একবচন ও বহুবচনের কোনো পার্থক্য নেই।
- শ, স, ষ বর্ণে পার্থক্য নেই।
- **ছন্দ:** মাত্রাবৃত্ত।

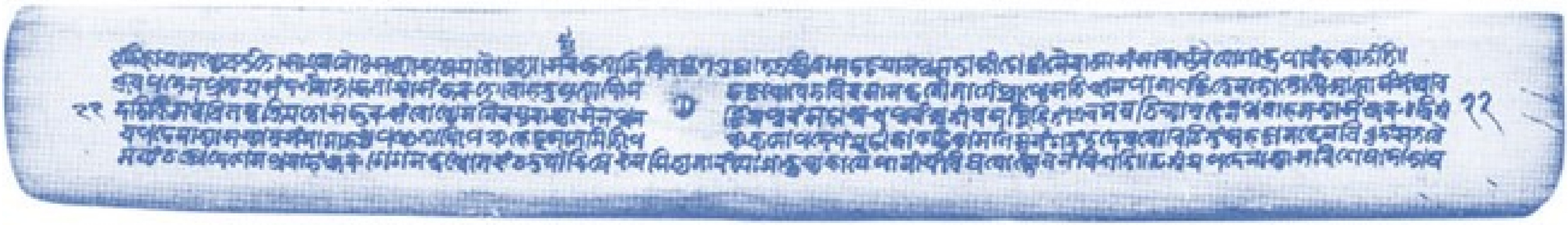

বেদ

✓ ব্রাহ্মণ : সুনীতি

: আরণ্যক : ঐতরেয় - কৌষীতকি / শাঙ্খায়ন

উপনিষদ : শাঙ্খায়নী

১। ✓ ঐতরেয়

২। ✓ ঐতরেয় ও কৌষীতকি / শাঙ্খায়ন

৩। ✓ ঐতরেয়

উপনিষদ : শাঙ্খায়নী

## ➢ চর্যাপদের পদসংখ্যা:

ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর মতে- ৫০টি

সুকুমার সেনের মতে- ৫১টি

## ➢ চর্যাপদের পদকর্তা:

ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর-**২৩ জন**

সুকুমার সেনের-**২৪ জন**

### ❑ পদকর্তাগণ

লুই, শবর, কুক্কুরী, বিরুআ, গুণ্ডরী, চাটিল, ভুসুকু, কাহ্ন, কামলি, ডোম্বী, শান্তি, মহিত্তা, বীণা, সরহ, আজদেব, ঢেণ্ডণ, দারিক, ভাদে, তাড়ক, কঙ্কণ, জয়নন্দী, ধাম, তন্ত্রী ও লাড়ীডোম্বী।

# প্রাচীন যুগ (৬৫০-১২০০)

## ❑ পদকর্তাদের পদ সংখ্যা

| পদকর্তা | পদ নং | মোট পদ সংখ্যা |
|---|---|---|
| কুক্কুরীপা | পদ নং ২, ২০, ৪৮ | ৩টি |
| লুইপা | পদ নং ১, ২৯ | ২টি |
| কাহ্নপা | পদ নং ৭, ৯, ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৮, ১৯, ২৪, ৩৬, ৪০, ৪২, ৪৫ | ১৩টি |
| ভুসুকুপা | পদ নং ৬, ২১, ২৩, ২৭, ৩০, ৪১, ৪৩ ,৪৯ | ৮টি |
| সরহপা | পদ নং ২২, ৩২, ৩৮, ৩৯ | ৪টি |
| শবরপা | পদ নং ২৮, ৫০ | ২টি |
| লাড়ীডোম্বীপা | তার কোন পদ পাওয়া যায়নি | নাই |
| শান্তিপা | পদ নং ১৫, ২৬ | ২টি |
| অবশিষ্টরা | প্রত্যেকে ১টি করে পদ রচনা করে | ১টি |
| যে সব পদ পাওয়া যায়নি | পদ নং ২৩ (এর শেষ অংশ), ২৪, ২৫, ৪৮ | ৩.৫টি |

# প্রাচীন যুগ (৬৫০-১২০০)

## ❑ চর্যাপদের আদি কবিঃ

- ➢ চর্যাপদের প্রথম পদের রচয়িতা – লুইপা (আদি কবি)
- ➢ শহীদুল্লাহর মতে, প্রাচীন কবি শবরপা।
- ➢ চর্যাপদের আধুনিক কবি – সরহপা
- ➢ চর্যাপদের বাঙালি কবি – ভুসুকুপা
- ➢ চর্যাপদের নারী কবির নাম- কুক্কুরীপা।
- ➢ চর্যাপদের ইংরেজি অনুবাদ- হাসনা জসীম উদ্‌দীন মওদুদ।

## ❑ চর্যাপদের টীকা

- ✓ মুনিদত্ত সংস্কৃত ভাষায়।
- ✓ ১১ নং পদের টীকা লিখেননি।
- ✓ এর তিব্বতী অনুবাদ করেন কীর্তিচন্দ্র।
- ✓ ড. প্রবোধচন্দ্র বাগচী চর্যাপদের তিব্বতী অনুবাদ প্রকাশ - ১৯৩৮ সালে।

# প্রাচীন যুগ (৬৫০-১২০০)

## ❑ চর্যাপদের কবিঃ

### লুইপাঃ

✓ চর্যাপদের আদিকবি।
✓ রচিত পদের সংখ্যা ২টি।
✓ '**অভিসময়বিভঙ্গ**' গ্রন্থের রচয়িতা।
✓ তিনি রাঢ় অঞ্চলের লোক ছিলেন।

**(প্রথম পদ):**

"কাআ তরুবর পঞ্চ বি ডাল।
চঞ্চল চীএ পইঠো কাল"॥

### কাহ্নপাঃ

✓ কাহ্নপার রচিত মোট পদের সংখ্যা **১৩টি**।
✓ **তিনি সবচেয়ে বেশি পদ রচনা করেছেন।**
✓ তাঁর রচিত ২৪ নং পদটি পাওয়া যায়নি।
✓ তিনি অপভ্রংশ ভাষায় দোহাকোষ রচনা করেন।

## ভুসুকুপাঃ

- ✓ পদ সংখ্যা **৮টি**।
- ✓ মনে করা হয় অষ্টম থেকে এগার শতকে ভুসুকুপা সৌরাষ্ট্রের ক্ষত্রিয় **রাজপুত্র** ছিলেন।
- ✓ তাঁর ৪৯নং পদে পদ্মা (পঁউআ) খালের নাম আছে।
- ✓ ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লার মতে তিনি পূর্ববঙ্গের অধিবাসী ছিলেন।
- ✓ তিনি নিজেকে **বাঙ্গালি কবি** বলে দাবি করেছেন – ৪৯ নং পদে।

**"আজি ভুসুকু বাঙ্গালী ভইলী**
**নিঅ ঘরিণী চণ্ডালেঁ লেলী"**।

**কুক্কুরীপাঃ**

- পদ সংখ্যা ৩টি
- চর্যাপদের **নারী কবি**।

**শবরপাঃ**

- ড. শহীদুল্লাহ্ শবরপাকে লুইপার গুরু বলে উল্লেখ করেন।
- গবেষকগণ তাকে **বাঙ্গালি কবি** হিসেবে চিহ্নিত করেছেন

**ঢেণ্ডণপাঃ**

- তিনি পেশায় ছিলেন **তাঁতি**।
- ঢেণ্ডণপা রচিত পদে তৎকালীন সমাজপদ রচিত হয়েছে।

**"হাড়ীত ভাত নাহি নিতিআবেশী"**

(হাঁড়িতে ভাত নেই অথচ প্রতিদিন অতিথি আসে)

**চর্যাপদে লাড়ীডোম্বীপা'র কোনো পদ পাওয়া যায়নি।**

- গবেষকগণ ৭জন কে বাঙ্গালী হিসেবে উল্লেখ করেছেন। তাঁরা হলেন- লুইপা, কুক্কুরীপা, শবরপা, ডোম্বীপা, বিরুপা, ধামপা, জয়নন্দীপা।

# প্রাচীন যুগ (৬৫০-১২০০)

❑ চর্যাপদে প্রবাদ বাক্য রয়েছে ৬ টি। এগুলো হল-

| চর্যাপদের প্রবাদ বাক্য | অর্থ |
|---|---|
| আপণা মাংসে হরিণা বৈরী | হরিণের মাংসই তার জন্য শত্রু। |
| দুহিল দুধু কি বেণ্টে সামায় | দোহন করা দুধ কি বাটে প্রবেশ করানো যায়? |
| হাতের কাঙ্কণ মা লোউ দাপণ | হাতের কাঁকন দেখার জন্য দর্পন প্রয়োজন হয় না। |
| হাড়ীত ভাত নাহি নিতি আবেশী | হাড়িতে ভাত নেই তবু প্রতিদিন অতিথি আসে। |
| বর সুন গোহালী কি মো দুঠ্য বলংদেঁ | দুষ্ট গরুর চেয়ে শূন্য গোয়াল ভাল। |
| আন চাহন্তে আন বিনধা | অন্য চাহিতে, অন্য বিনষ্ট। |

## ❑ নব চর্যাপদ

- ✓ নব চর্যাপদ হলো চর্যাপদের অনুরূপ সাহিত্য।
- ✓ রচনাকাল: ১৩-১৬ শতক।
- ✓ ড. অমিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯৮৮ সালে কলকাতা হতে প্রকাশ।
- ✓ ১৯৬০ সালে ড. শশীভূষণ দাস নেপাল হতে এটি আবিষ্কার করেন।
- ✓ নব চর্যাপদের পদসংখ্যা ২৫০টি কিন্তু প্রকাশিত হয় ৯৮টি পদ।

## ❑ নতুন চর্যাপদ

- ✓ অধ্যাপক ড. সৈয়দ মুহম্মদ শাহেদ ২০০৮ সালে নেপাল থেকে।
- ✓ প্রকাশকাল- ২০১৭।

# প্রাচীন যুগ (৬৫০-১২০০)

## ❑ চর্যাপদ বিষয়ক গ্রন্থ

| গ্রন্থের নাম | রচয়িতার নাম |
|---|---|
| Buddhist Mystic songs | ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ |
| চর্যাপদ | মনীন্দ্রমোহন বসু |
| চর্যাপদ | অতীন্দ্র মজুমদার |
| বাঙালির ইতিহাস | ড. নীহাররঞ্জন রায় |
| History of Ancient Bengal | রমেশ চন্দ্র মজুমদার |
| চর্যাগীতিকা | আনোয়ার পাশা ও আবদুল হাই |
| নতুন চর্যাপদ | সৈয়দ মুহম্মদ শাহেদ |

# প্রাচীন যুগ (৬৫০-১২০০)

- চর্যাপদের বিধৃত বাঙালি জীবনের পরিচয়

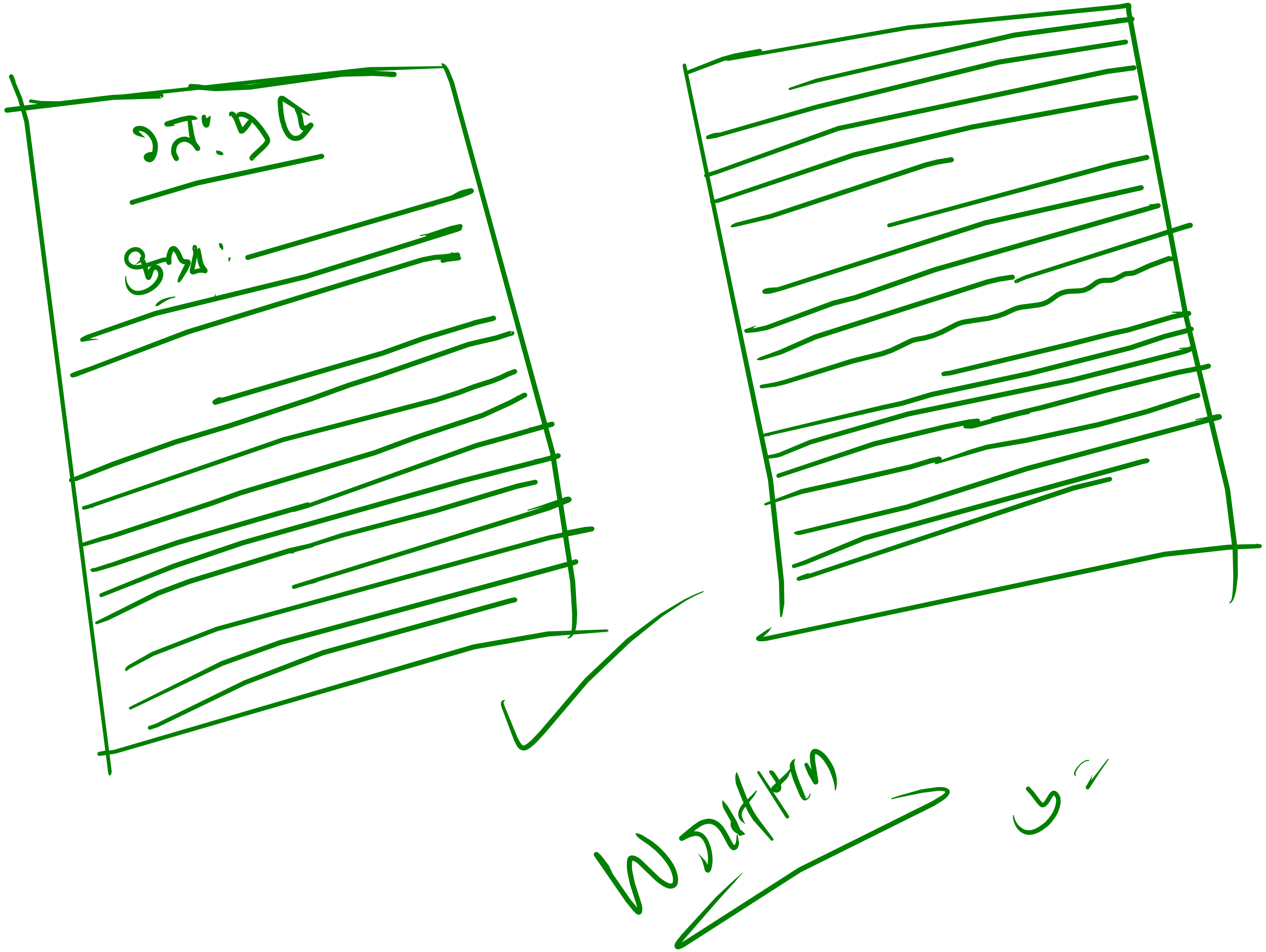

## ❑ বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে চর্যাপদের গুরুত্ব

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ভাষার রূপ | ক্রমবিকাশ | বিবর্তন | ছন্দ | অন্ত্যমিল |
| প্রবাদ | চিত্রকল্প ও রূপকার্থ | আখ্যানধর্মীতা | অলঙ্কার | ধর্মীয় ইতিহাস |

## খনার বচনঃ

- **কৃষিতত্ত্বভিত্তিক ছড়া।**
- প্রকৃত রচয়িতার **লীলাবতি**।
- ✓ কৃষিকাজের প্রথা ও কুসংস্কার
- ✓ কৃষিকাজ ফলিত ও জ্যোতির্বিজ্ঞান
- ✓ আবহাওয়া জ্ঞান
- ✓ শস্যের যত্ন সম্পর্কিত উপদেশ

**উদাহরণঃ**

**“কলা রুয়ে না কেটো পাত,**
**তাতেই কাপড়, তাতেই ভাত”।**

(কলাগাছের ফলন শেষে গাছের গোড়া যেন না কাটে কৃষক, কেননা তাতেই সারা বছর ভাত-কাপড় জুটবে তাদের।)

## ডাকের বচনঃ

✓ জ্যোতিষ ক্ষেত্রতত্ত্ব ও মানব চরিত্রের ব্যাখ্যা প্রাধান্য পেয়েছে।

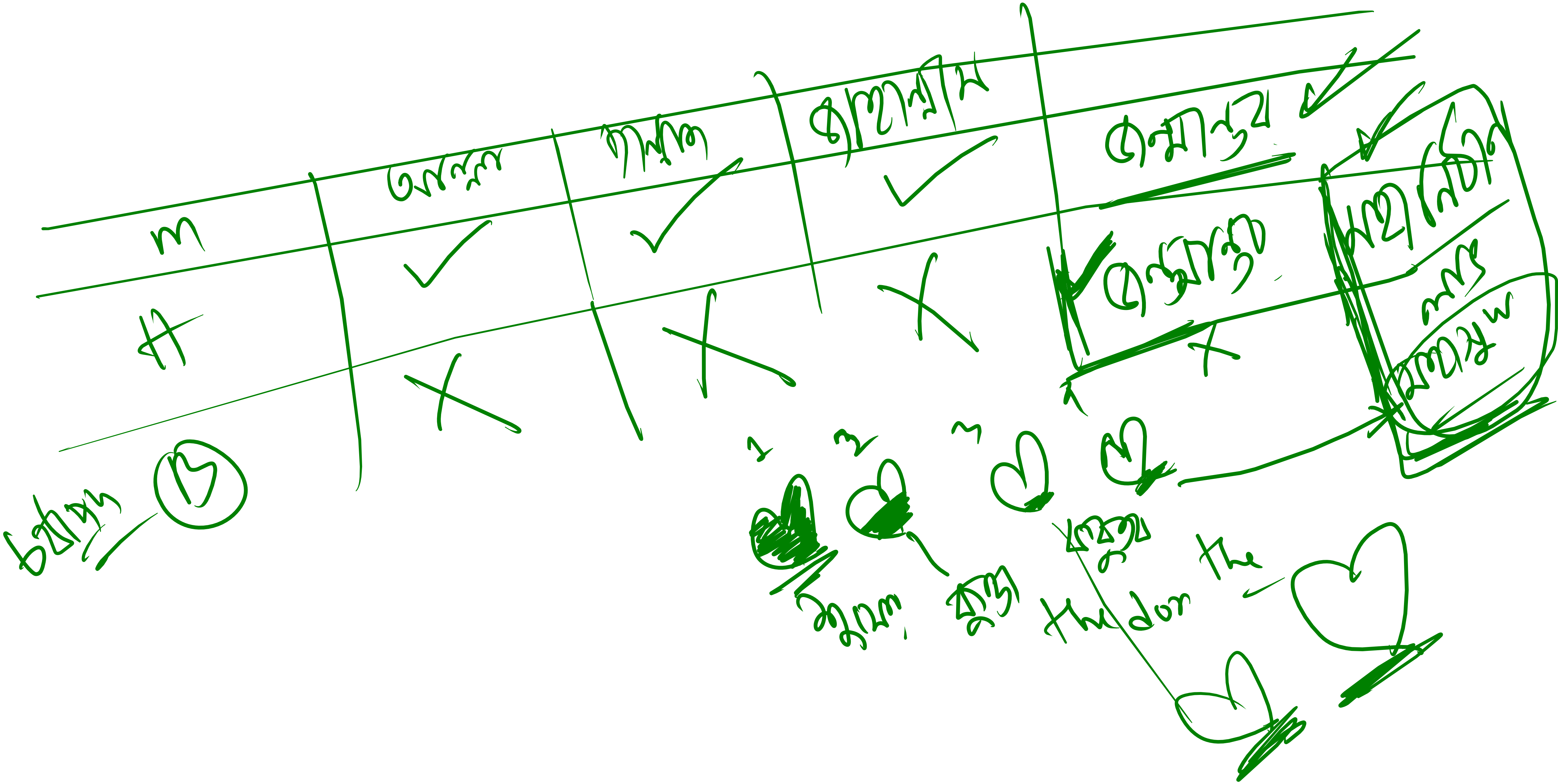

নামাজ বিরতি

4:55

# বিগত সালের বিসিএস প্রিলি পরীক্ষার প্রশ্নসমূহ

➢ 'কাআ তরুবর পঞ্চ বি ডাল'- পদটির রচয়িতা কে? [৫০তম বিসিএস]

(ক) সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় (খ) হরপ্রসাদ শাস্ত্রী

(গ) রাজেন্দ্রলাল মিত্র (ঘ) সুকুমার সেন

➢ চর্যাপদের খণ্ডিত পদগুলো তিব্বতি থেকে প্রাচীন বাংলায় রূপান্তর করেন- [৪৯তম বিসিএস (শিক্ষা)]

(ক) সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় (খ) হরপ্রসাদ শাস্ত্রী

(গ) রাজেন্দ্রলাল মিত্র (ঘ) সুকুমার সেন

➢ 'লুই ভণই গুরু পুছিঅ জান'।– এখানে 'ভণই' শব্দের অর্থ কী? [৪৭তম বিসিএস]

(ক) বলে (খ) ভাবে (গ) চায় (ঘ) দেখে

➢ চর্যাপদের কবিরা ছিলেন- [৪৬তম বিসিএস]

(ক) মহাযানী বৌদ্ধ (খ) বজ্রযানী বৌদ্ধ (গ) বাউল (ঘ) সহজযানী বৌদ্ধ

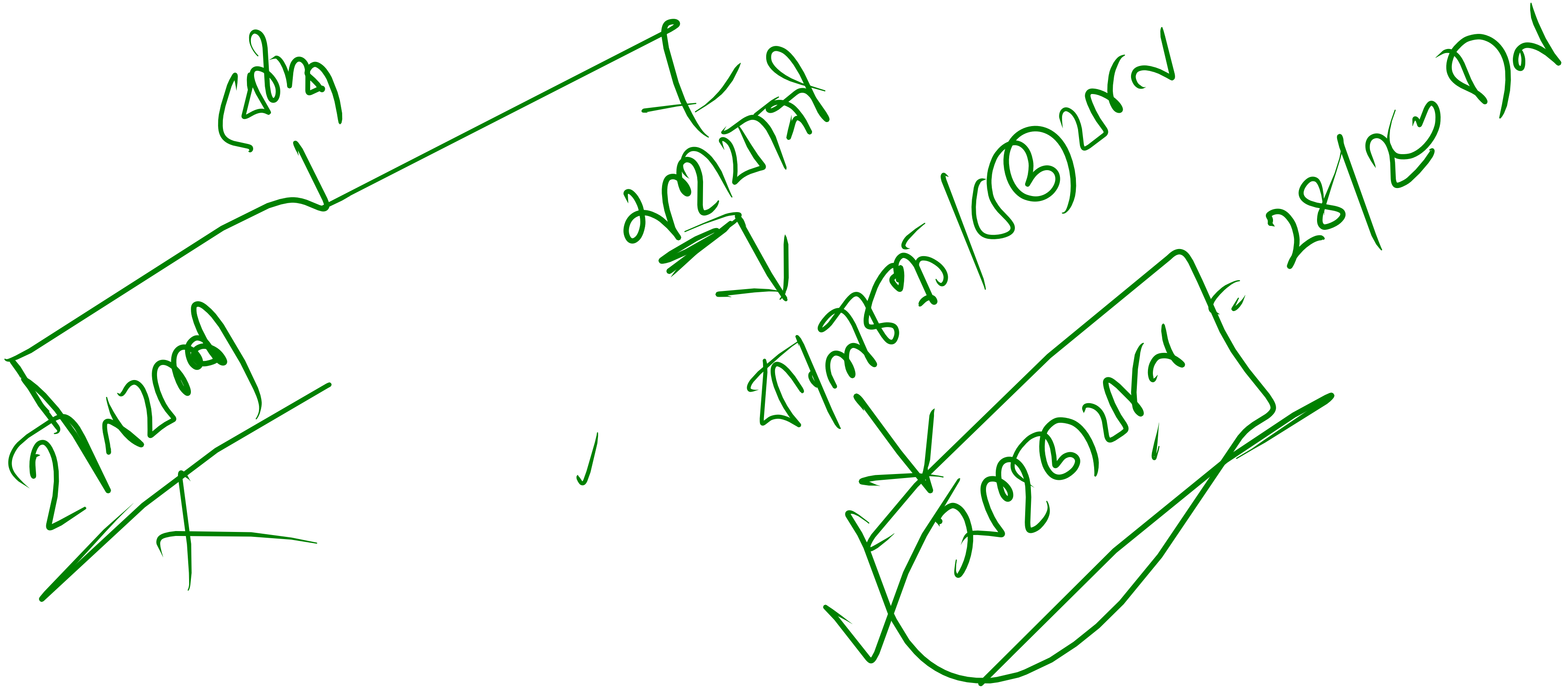

- **চর্যাপদের তিব্বতি অনুবাদ প্রকাশ করেন কে?** [৪৫তম বিসিএস]
  (ক) প্রবোধচন্দ্র বাগচী (খ) যতীন্দ্র মোহন বাগচী (গ) প্রফুল্ল মোহন বাগচী (ঘ) প্রণয়ভূষণ বাগচী

- **'চর্যাপদে'র প্রাপ্তিস্থান কোথায়?** [৪৩তম বিসিএস]
  (ক) বাংলাদেশ (খ) নেপাল (গ) উড়িষ্যা (ঘ) ভুটান

- **'রুখের তেন্তুলি কুমীরে খাই' – এর অর্থ কী?** [৪৩তম বিসিএস]
  (ক) তেজি কুমিরকে রুখে দিই (খ) বৃক্ষের শাখায় পাকা তেঁতুল
  (গ) গাছের তেঁতুল কুমিরে খায় (ঘ) ভুল থেকে শিক্ষা নিতে হয়

- **হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর উপাধি কী?** [৪৩তম বিসিএস]
  (ক) পণ্ডিত (খ) বিদ্যাসাগর (গ) শাস্ত্রজ্ঞ (ঘ) মহামহোপাধ্যায়

# বিগত সালের বিসিএস প্রিলি পরীক্ষার প্রশ্নসমূহ

➢ **কোন সাহিত্যকর্মে সান্ধ্যভাষার প্রয়োগ আছে?** [৪২তম বিসিএস (স্বাস্থ্য)]

(ক) পদাবলী (খ) গীতগোবিন্দ (গ) চর্যাপদ (ঘ) চৈতন্যজীবনী

➢ **চর্যাপদের টীকাকারের নাম কী?** [৪১তম বিসিএস]

(ক) মীননাথ (খ) প্রবোধচন্দ্র বাগচী (গ) হরপ্রসাদ শাস্ত্রী (ঘ) মুনিদত্ত

➢ **চর্যাপদে কোন ধর্মমতের কথা আছে?** [৪০তম বিসিএস]

(ক) খ্রিষ্টধর্ম (খ) প্যাগনিজম (গ) জৈনধর্ম (ঘ) বৌদ্ধধর্ম

➢ **উল্লিখিতদের মধ্যে কে প্রাচীন যুগের কবি নন?** [৪০তম বিসিএস]

(ক) কাহ্নপাদ (খ) লুইপাদ (গ) শান্তিপাদ (ঘ) রমনীপাদ

# বিগত সালের বিসিএস লিখিত পরীক্ষার প্রশ্নসমূহ

- ➢ প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে প্রতিফলিত সমাজচিত্র সম্পর্কে সংক্ষেপে লিখুন। [৪৭তম বিসিএস (সাধারণ)]
- ➢ বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে চর্যাপদের গুরুত্ব আলোচনা করুন। [৪৬তম ও ৪৫তম বিসিএস (সাধারণ)]
- ➢ বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে চর্যাপদ কেন গুরুত্বপূর্ণ? আলোচনা করুন। [৪৫তম বিসিএস (টেকনিক্যাল)]
- ➢ চর্যাপদ কবে, কোথায় এবং কে আবিষ্কার করেন। [৪৪তম বিসিএস]
- ➢ চর্যাপদের ভাষা সম্পর্কে ধারণা দিন। [৪৩তম বিসিএস]
- ➢ বাংলা সাহিত্যে চর্যাপদের গুরুত্ব আলোচনা করুন। [৪১তম বিসিএস]
- ➢ চর্যাপদের ভাষাকে কেন 'সন্ধ্যা ভাষা' বলা হয়? [৪০তম ও ৩৮তম বিসিএস]
- ➢ চর্যাপদে নিম্নবর্গীয় মানুষের যে পরিচয় পাওয়া যায় তার বিবরণ দিন। [৩৬তম বিসিএস]
- ➢ চর্যাপদের ভাষা নিয়ে বিদ্যমান বিতর্ক সম্পর্কে আপনার ধারণা লিখুন। [৩৫তম বিসিএস]

➢ **চর্যাপদের ধর্মমত সম্পর্কে লিখুন।** **[৪৬তম বিসিএস (সাধারণ)]**

## সম্ভাব্য নমুনা কাঠামো:

ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ সর্বপ্রথম চর্যাপদের ধর্মমত বা ধর্মতত্ত্ব প্রকাশ করেন ১৯২৭ সালে (Buddhist Mystic Songs গ্রন্থে)। চর্যাপদের মাধ্যমে বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যরা গোপন তত্ত্বদর্শন ও ধর্মচর্চাকে বাহ্যিক প্রতীকের সাহায্যে ব্যক্ত করেছেন। বৌদ্ধ ধর্মের মহাযান শাখা কালক্রমে যেসব উপশাখায় বিভক্ত হয়েছিল তারই সহজযানের সাধন প্রণালি ও তত্ত্ব এতে আলোচিত হয়।

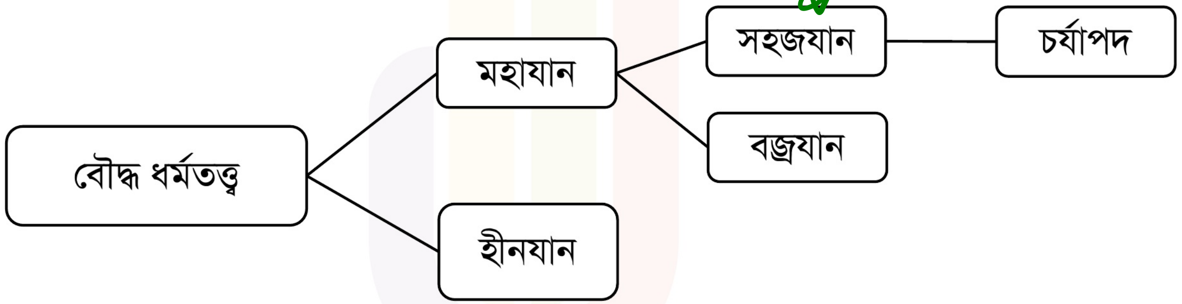


এখানে দার্শনিক দিক প্রাধান্য না পেয়ে সাধন তত্ত্বের দিক প্রাধান্য পেয়েছে। মহাসুখরূপে নির্বাণ লাভই হলো এই চর্যার প্রধান তত্ত্ব। যেমন- ভুসুকুপা বলেছেন 'সহজানন্দ মহাসুহ লীলের কথা'। মহাসুখ বা আনন্দ লাভের জন্য কোনো সাধন পন্থা আচরণীয় এবং কোনটি আচরণীয় নয় তা সুনিশ্চিতরূপে নির্ণয় করাই চর্যাপদের মূল লক্ষ্য।

➤ **বাংলা সাহিত্যের প্রথম নিদর্শন চর্যাপদের ভাষাকে কেন 'সন্ধ্যা ভাষা' বলা হয়?** **নম্বর: ০৩**

2.5

১ নং প্রশ্নের উত্তর

(ক)

১৯০৭ সালে নেপালের রাজদরবারের গ্রন্থাগার হতে আবিষ্কৃত এবং ১৯১৬ সালে প্রকাশিত বাংলা সাহিত্যের আদি নিদর্শন 'চর্যাপদ' 'চর্যাপদ' এক প্রকার সাধন সংগীত।

চর্যাপদের ভাষাকে সান্ধ্য বা সন্ধ্যা ভাষা বলার কারণ:

চর্যা এক প্রকার গীতিকবিতা। এখানে কবিতার মাধ্যমে সাধন সংগীত ব্যক্ত করা হয়েছে। বৌদ্ধ সহজিয়াগণ এ সাধন সংগীতের মাধ্যমে ধর্মের নিগূঢ় তত্ত্ব প্রকাশ করেছেন। ফলে আমরা আপাত দৃষ্টিতে যা বুঝি তা প্রকৃত অর্থ নাও হতে পারে। এজন্যই চর্যাপদের আবিষ্কারক হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বলেছেন — "চর্যাপদের ভাষা আলো আঁধারি ভাষা, খানিক বুঝা যায়, কতকটা বোঝা যায় না।" তিনিই প্রথম চর্যাপদের ভাষাকে সান্ধ্য বা সন্ধ্যা ভাষা বলে উল্লেখ করেন।

পরবর্তীতে অন্যান্য পণ্ডিতগণ তাঁর এ মতামতকে গ্রহণ করেন। এ ভাষার নমুনা —

- "কাআ তরুবর পাঞ্চবি ডাল
- চঞ্চল চিএ পৈঠা কাল।"

— লুই পা, ০১ নং পদ

তাই, চর্যাপদের ভাষাকে সান্ধ্য বা সন্ধ্যা ভাষা বলা হয়।

ভাল

# POLL QUESTION-01

➲ চর্যাপদে সবচেয়ে বেশি পদ রচনা করেন কে?

(a) ভুসুকুপা

(b) লুইপা

(c) কাহ্নপা

(d) সরহপা

# মধ্যযুগ

(১২০১ – ১৮০০ খ্রিষ্টাব্দ)

## অন্ধকার যুগ
- প্রাকৃতপৈঙ্গল
- শূন্যপুরাণ
- সেক শুভোদয়া
- ডাক ও খনার বচন

## শ্রীকৃষ্ণকীর্তন
- বড়ুচণ্ডীদাস

## বৈষ্ণব সাহিত্য
- শ্রীচৈতন্যদেব
- বৈষ্ণব পদাবলি
- জীবনী সাহিত্য
- বৈষ্ণব শাস্ত্র

## মঙ্গলকাব্য
- মনসামঙ্গল
- চণ্ডীমঙ্গল
- অন্নদামঙ্গল
- ধর্মমঙ্গল

## অনুবাদ সাহিত্য
- রামায়ণ
- মহাভারত
- ভাগবত পুরাণ
- মর্সিয়া সাহিত্য
- রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান ও আরাকান রাজসভা

## কবিগান ও পুঁথি সাহিত্য

## লোক সাহিত্য
- ময়মনসিংহ গীতিকা
- পূর্ববঙ্গ গীতিকা
- নাথ গীতিকা

# মধ্যযুগ (১২০১-১৮০০)

- অন্ধকার যুগে বাংলা সাহিত্যের কোন নিদর্শন না পাওয়ার কারণ

# মধ্যযুগ (১২০১–১৮০০)

- অন্ধকার যুগের (১২০১-১৩৫০) সাহিত্যকর্ম

প্রাকৃতপৈঙ্গল → শূন্যপুরাণ → নিরঞ্জনের উষ্মা → সেক শুভোদয়া

## ❑ পুঁথি আবিষ্কার :

১৯০৯ খ্রিষ্টাব্দে (১৩১৬ বঙ্গাব্দ) বাঁকুড়া জেলার বেলিয়াতোড় গ্রামের অধিবাসী বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুর শহরের নিকটবর্তী কাকিল্যা গ্রামে দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের বাড়ির গোয়ালঘরের মাচা থেকে পুঁথিটি পান।

## ➢ সম্পাদনা :

১৯১৬ খ্রিষ্টাব্দে (১৩২৩ বঙ্গাব্দে) কলকাতার "বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ" থেকে "শ্রীকৃষ্ণকীর্তন" নামে সম্পাদনা করেন।

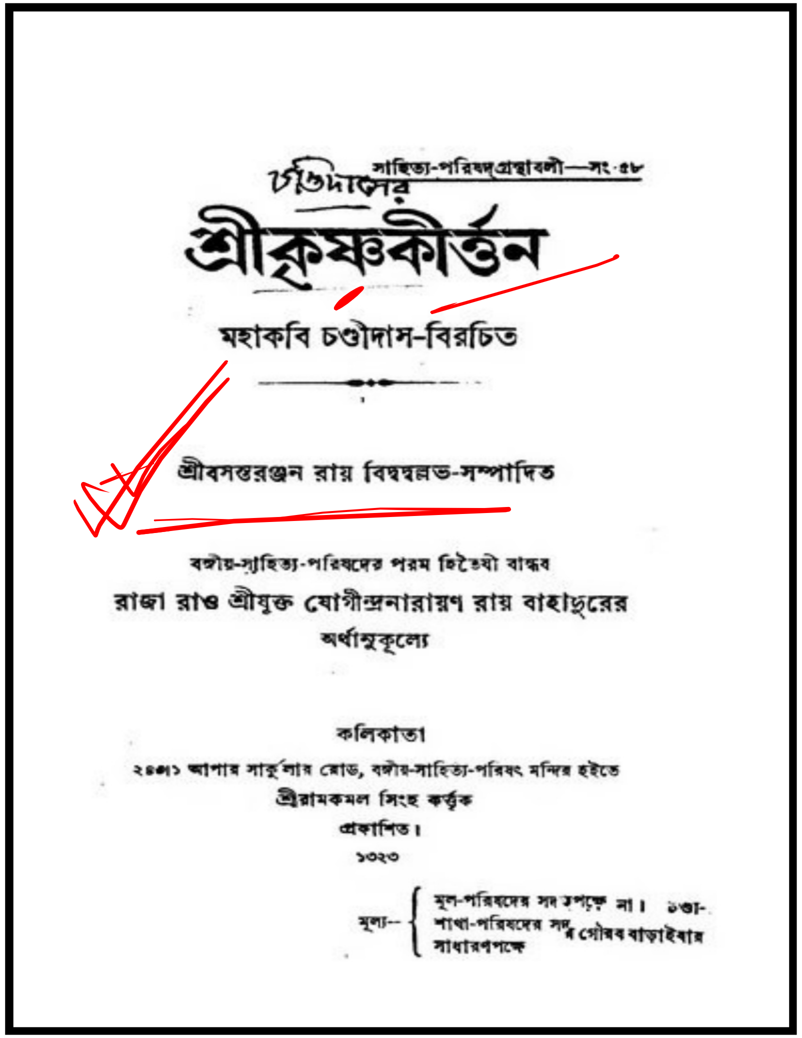

সাহিত্য-পরিষদ্‌গ্রন্থাবলী—সং ৫৮

শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন

মহাকবি চণ্ডীদাস-বিরচিত

শ্রীবসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ-সম্পাদিত

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের পরম হিতৈষী বান্ধব
রাজা রাও শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুরের
অর্থানুকূল্যে

কলিকাতা
২৪৩।১ আপার সার্কুলার রোড, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ মন্দির হইতে
শ্রীরামকমল সিংহ কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।
১৩২৩

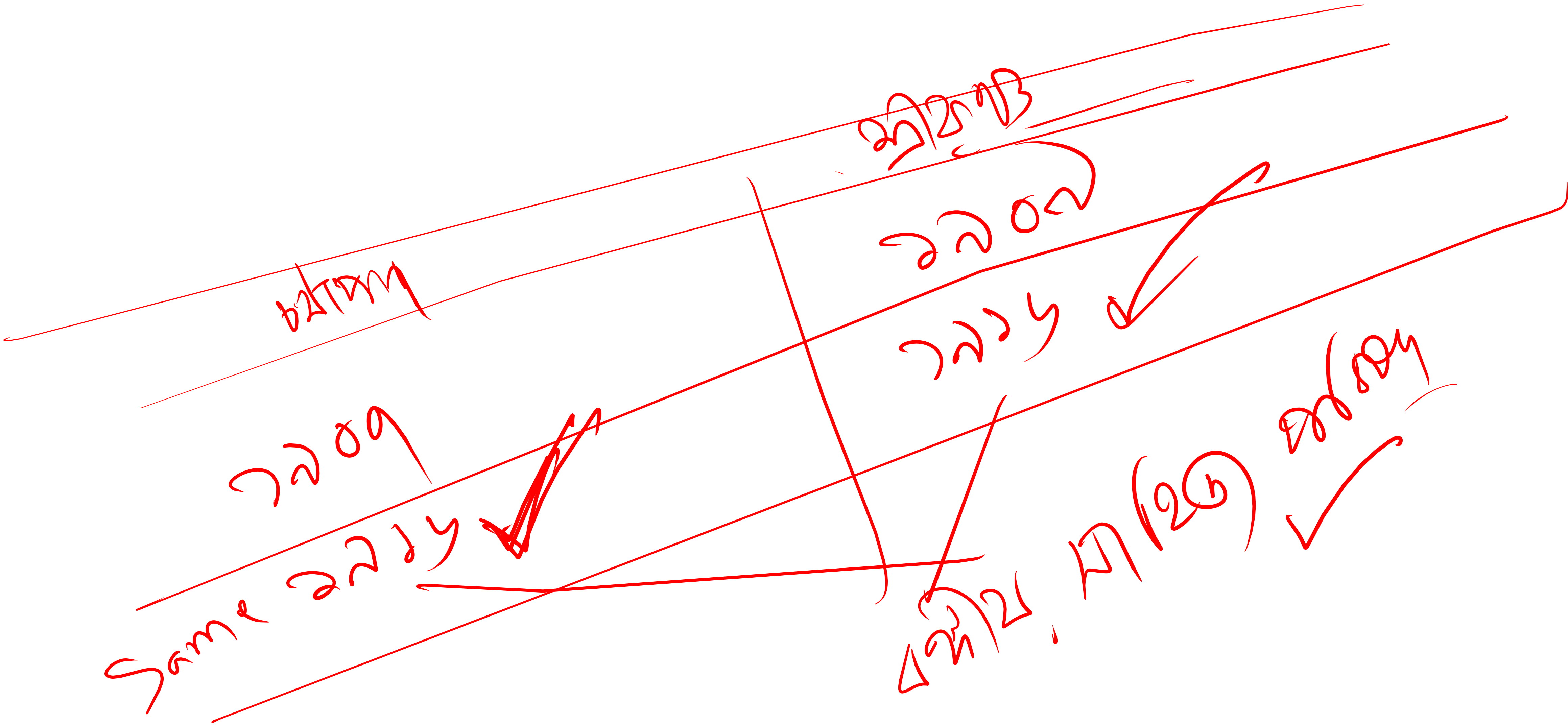
Same

# শ্রীকৃষ্ণকীর্তন

## ➢ রচনাকাল:

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের রচনাকাল নিয়ে বিশেষজ্ঞরা নানারকম মত দিয়েছেন। যেমন-

- পুঁথিতে প্রাপ্ত চিরকুটটি ১০৮৯ বঙ্গাব্দের। সেই হিসেবে এটি ১৬৮২ সালের রচনা।
- রাখাল দাস বন্দ্যোপাধ্যায় এর মতে – 'এ পুঁথি ১৩৫৮ খ্রিষ্টাব্দের পূর্বে সম্ভবত চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে লিখিত।'
- সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়– এ কাব্যের ভাষাকে ১৫০০ খ্রিস্টাব্দের পূর্বের বলেছেন।
- ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ'র মতে –১৩৪০-১৪৪০ খ্রিষ্টাব্দ।

## ➢ কাব্যের লেখক:

- 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যের রচয়িতা বড়ু চণ্ডীদাস।
- কাব্যে তাঁর তিনটি ভণিতা পাওয়া যায় – 'বড়ুচণ্ডীদাস', 'চণ্ডীদাস' ও 'অনন্ত বড়ু চণ্ডীদাস'।
- বড়ুচণ্ডীদাস বাসলী দেবীর উপাসক ছিলেন। এই বাসলী দেবী প্রকৃতপক্ষে শক্তিদেবী মনসার অপর নাম।

# শ্রীকৃষ্ণকীর্তন

## ➢ চরিত্র:

- কৃষ্ণ – পরমাত্মা বা ঈশ্বরের প্রতীক।
  রাধা – জীবাত্মা বা প্রাণীকূলের প্রতীক।
  বড়ায়ি – রাধা কৃষ্ণের প্রেমের দূতি।

## ➢ ছন্দ:

- শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যই প্রথম 'অক্ষরবৃত্ত' রীতির বিচিত্র ছন্দবদ্ধের বলিষ্ঠ প্রকাশ।
- গঠন রীতি অনুসারে এটি নাটগীতি কাব্য/নাট্যগীত।
- প্রকরণের দিক থেকে পদাবলি।
- রস সঞ্চলনের দিক থেকে ধামালি।
- কাহিনি বর্ণনার দিক থেকে প্রেম গীত।

## ➢ নাট্যগুণ:

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন নাট্য লক্ষণ আক্রান্ত আখ্যানকাব্য। এই কাব্যে নাট্যগুণ ও কাব্যগুণের সমন্বয় ঘটেছে। নাট্যোগীতপাঞ্চালিরূপে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের সার্থকতা স্বীকৃত।

- শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের বিষয়বস্তু

➢ **খণ্ড:**

১) জন্ম খণ্ড
২) তাম্বুল খণ্ড
৩) দান খণ্ড
৪) নৌকা খণ্ড
৫) ভার খণ্ড
৬) ছত্র খণ্ড
৭) বৃন্দাবন খণ্ড
৮) কালিয়দমন খণ্ড
৯) যমুনা খণ্ড
১০) হার খণ্ড
১১) বাণ খণ্ড
১২) বংশী খণ্ড
১৩) রাধা বিরহ

# শ্রীকৃষ্ণকীর্তন

- শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যে গ্রামীণ জীবনের পরিচয়

# বৈষ্ণব পদাবলি

- রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা।
- মধ্য যুগের বাংলা সাহিত্যের সবচেয়ে সমৃদ্ধ ধারা।
- বৈষ্ণব পদাবলির শিল্পীরা- বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস, নরহরি সরকার, বাসু ঘোষ, লোচন দাস।
- বৈষ্ণব পদাবলির চতুষ্টয়- বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস।
- আলাওল, সৈয়দ সুলতান, শেখ ফয়জুল্লাহ্, তাঁরাও পদাবলি রচনা করেছেন।
- আদি রচয়িতা বিদ্যাপতি।

জামাই

ভাই + পো + জন

(প্রসিদ্ধ)

উপমান কর্মধারয় সমাস

নবম

(প্রথম) নিয়ম = ১৪

হাত + ন্যায় + জন

(প্রমাণ)

উপমান কর্মধারয় হয়

নবম

১ উপমান
২ উপমিত
৩ রূপক

# বৈষ্ণব পদাবলি

- বাংলায় প্রথম পদ রচয়িতা বড়ু চণ্ডীদাস।
- ব্রজবুলি ও বাংলা ভাষায় রচিত।
- মৈথিলি ও বাংলার মিশ্রিত রূপ হলো ব্রজবুলি ভাষা।
- বৈষ্ণব পদাবলি প্রথম সংকলন করেন বাবা আউল মনোহর দাস।
- ‘পদসমুদ্র’ গ্রন্থ (প্রায় ১৫ হাজার পদ)।
- বৈষ্ণব সমাজে ‘মহাজন পদাবলি’ এবং পদকর্তাগণ ‘মহাজন’ নামে পরিচিত।
- বৈষ্ণব পদাবলিতে ৫ ধরনের রসের সন্ধান পাওয়া যায়। যথা – ১. শান্ত, ২. সখ্য, ৩. দাস্য, ৪. বাৎসল্য, ৫. মধুর (বি. দ্র.: সাহিত্যে মোট রসের সংখ্যা ৯টি। যথা – ১. শৃঙ্গার ২. বীর ৩. রৌদ্র ৪. বীভৎস ৫. হাস্য ৬. অদ্ভুত ৭. করুণ ৮. ভয়ানক ৯. শান্ত)।

# বৈষ্ণব পদাবলি

## জয়দেব

- বৈষ্ণব পদাবলির আদি কবি
- লক্ষ্মণ সেনের সভাকবি।
- বাঙালি কবি।
- সংস্কৃত ভাষায় পদ রচনা করেন।
- তাঁকে সংস্কৃত ভাষার আদি কবি বলা হয়।
- বিখ্যাত বৈষ্ণব পদাবলির কাব্য- 'গীতগোবিন্দম্'।
- এটি বৈষ্ণব ধারার/বৈষ্ণব পদাবলির প্রথম কাব্য।

# বৈষ্ণব পদাবলি

## বিদ্যাপতি

- ✓ মিথিলার কবি/মৈথিল কোকিল/অভিনব জয়দেব।
- ✓ উপাধি - কবিকণ্ঠহার (রাজা শিবসিংহ)।
- ✓ রাজকণ্ঠের মণিমালা (রবীন্দ্রনাথ)।
- ✓ সংস্কৃত, মৈথিলি, অবহট্ঠ ভাষায় পদ রচনা করেন ।

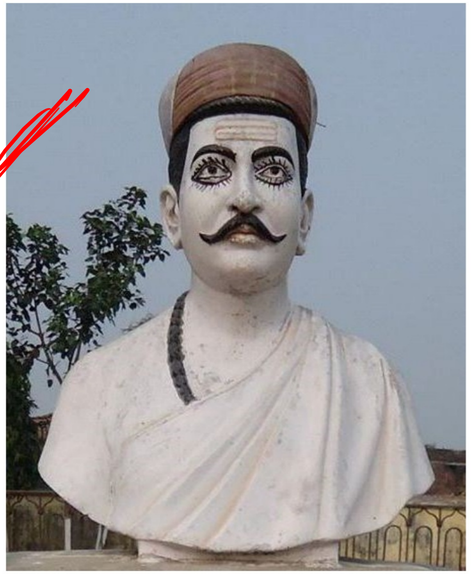

### বিদ্যাপতির গ্রন্থসমূহ:

- কীর্তিলতা – ঐতিহাসিক কাব্য (অপভ্রংশ অবহট্ঠ ভাষায়)।
- পুরুষপরীক্ষা – কথা সাহিত্য (সংস্কৃত ভাষায়)।
- গোরক্ষ বিজয় – নাটক (সংস্কৃত ভাষায়)।
- লিখনাবলী – অলঙ্কার শাস্ত্র বিষয়ক গ্রন্থ।
- দানবাক্যাবলী

> "এ সখি, হামারি দুখের নাহি ওঁর
> এ ভরা বাদর মাহ ভাদর
> শুন্য মন্দির মোর"।।

## ❑ গোবিন্দদাস

- ষোড়শ শতকের কবি।
- রাজা লক্ষ্মণ সেনের সভাকবি।
- বিদ্যাপতির ভাবশিষ্য।
- দ্বিতীয় বিদ্যাপতি।
- গীতগোবিন্দ (কাব্য: ব্রজবুলি ভাষা)।
- সঙ্গীত সাধক (নাটক: সংস্কৃত ভাষায়)।

> "ঢল ঢল কাঁচা অঙ্গের লাবণি
> অবনী বহিয়া যায়।
> ঈষত-হাসির তরঙ্গ-হিল্লোলে
> মদন মুরছা পায়।।"

## ❑ জ্ঞানদাস

- চণ্ডীদাসের ভাবশিষ্য।

**অমর উক্তিঃ**

- রূপ লাগি আঁখি ঝুরে গুণে মন ভোর
  প্রতি অঙ্গ লাগি কান্দে প্রতি অঙ্গ মোর।

- সুখের লাগিয়া এ ঘর বাঁধিনু অনলে পুড়িয়া গেল।

## চণ্ডীদাস

- বাংলা ভাষায় বৈষ্ণব পদাবলির আদি কবি।
- পদাবলির শ্রেষ্ঠ কবি।
- দুঃখের কবি, সত্যের কবি, বিরহের এবং পূর্বরাগের শ্রেষ্ঠ কবি।
- 'শুনহ মানুষ ভাই, সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই।'

"সই, কেমনে ধরিব হিয়া?
আমার বঁধুয়া আন বাড়ী যায়
আমার আঙিনা দিয়া\"

"সই, কেবা শুনাইল শ্যাম নাম?
কানের ভিতরে দিয়া মরমে পশিল গো
আকুল করিল মোর প্রাণ\"

"সই, কে বলে পিরীতি ভাল
হাসিতে হাসিতে পিরীতি করিয়া
কান্দিতে জনম গেল\"

- ✓ বাংলা সাহিত্যে একটি পঙ্‌ক্তি না লিখেও যার নামে একটি যুগের সৃষ্টি হয়েছে – শ্রীচৈতন্যদেব (১৪৮৬-১৫৩৩)।
- ✓ শ্রীচৈতন্যদেবের ডাক নাম – নিমাই
- ✓ চৈতন্যযুগ: ১৫০১-১৭০০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত।
- ✓ বাংলা ভাষায় প্রথম জীবনী সাহিত্য – চৈতন্য জীবনী সাহিত্য।
- ✓ কড়চা – শ্রীচৈতন্যদেবের জীবনী গ্রন্থ।

# জীবনী সাহিত্য

## ❑ জীবনী সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য কবি

| কবি | কাব্য | তথ্য |
|---|---|---|
| মুরারি গুপ্ত | শ্রীশ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যচরিতামৃতম | ✓ তিনি জীবনী সাহিত্যের আদি কবি। তিনি ছিলেন শ্রীচৈতন্যের সহপাঠী।<br>✓ সংস্কৃত ভাষায় রচিত 'শ্রী শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যচরিতামৃতম' চৈতন্যদেবের প্রথম জীবনী গ্রন্থ।<br>✓ তার কাব্য 'মুরারি গুপ্তের কড়চা' নামে পরিচিত। |
| বৃন্দাবন দাস | শ্রীচৈতন্যভাগবত | ✓ বাংলা ভাষায় জীবনী সাহিত্যের আদি কবি। বাংলা ভাষায় তিনিই প্রথম জীবনী রচনা করেন। |
| চূড়ামণি দাস | গৌরাঙ্গ বিজয় | ✓ 'গৌরাঙ্গ বিজয়' মূলত তার জীবনী কাব্য; এর অন্য নাম 'ভুবনমঙ্গল'।<br>✓ ড. সুকুমার সেন এ কাব্যের প্রকাশক। |
| কৃষ্ণদাস কবিরাজ | শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত | ✓ তিনি জীবনী সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কবি। এটি জীবনী সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। |
| গোবিন্দ দাস | শ্রীচৈতন্য কড়চা | ✓ তার কাব্যের অপর নাম 'গোবিন্দদাসের কড়চা'। |
| লোচন দাস, জয়ানন্দ | চৈতন্যমঙ্গল | – |

# বিগত সালের বিসিএস প্রিলি পরীক্ষার প্রশ্নসমূহ

- আহমদ শরীফের মতে মধ্যযুগে চণ্ডীদাস নামে কতজন কবি ছিলেন? [৪৯তম বিসিএস (শিক্ষা)]

  (ক) ২ (খ) ৩ (গ) ৪ (ঘ) ৫

- 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যের প্রথম খণ্ডের নাম কী? [৪৮তম বিসিএস (স্বাস্থ্য)]

  (ক) জন্মখণ্ড (খ) তাম্বুলখণ্ড (গ) দানখণ্ড (ঘ) রাধাবিরহ

- 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যের অংশ নয় কোনটি? [৪৭তম বিসিএস]

  (ক) নৌকা খণ্ড (খ) হার খণ্ড (গ) রাধা বিরহ (ঘ) প্রণয় খণ্ড

- 'এমন পিরিতি কভু নাহি দেখি শুনি।/পরানে পরান বান্ধা আপনা আপনি।' কার লেখা? [৪৭তম বিসিএস]

  (ক) বিদ্যাপতি (খ) চণ্ডীদাস (গ) জ্ঞানদাস (ঘ) গোবিন্দদাস

- বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে কাঁকিল্যা গ্রাম কেন উল্লেখযোগ্য? [৪৬তম বিসিএস]

  (ক) শ্রীচৈতন্যদেবের জন্মস্থান (খ) বড়ু চণ্ডীদাসের জন্মস্থান

  (গ) চর্যাপদের প্রাপ্তিস্থান (ঘ) শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন কাব্যের প্রাপ্তিস্থান

# বিগত সালের বিসিএস প্রিলি পরীক্ষার প্রশ্নসমূহ

➢ **‘শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য’ কোথা থেকে উদ্ধার করা হয়েছিল?** [৪৪তম বিসিএস]

(ক) নেপালের রাজদরবার থেকে (খ) গোয়ালঘর থেকে
(গ) পাঠশালা থেকে (ঘ) কান্তজীর মন্দির থেকে

➢ **বিদ্যাপতি মূলত কোন ভাষার কবি ছিলেন?** [৪৪তম বিসিএস]

(ক) মারাঠি (খ) হিন্দি (গ) মৈথিলি (ঘ) গুজরাটি

➢ **জীবনী সাহিত্যের ধারা গড়ে ওঠে কাকে কেন্দ্র করে?** [৪১তম বিসিএস]

(ক) শ্রীচৈতন্যদেব (খ) কাহ্নপা (গ) বিদ্যাপতি (ঘ) রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব

➢ **বৈষ্ণব পদাবলির সঙ্গে কোন ভাষা সম্পর্কিত?** [৪০তম বিসিএস]

(ক) সন্ধ্যাভাষা (খ) অধিভাষা (গ) ব্রজবুলি (ঘ) সংস্কৃত ভাষা

➢ **জীবনীকাব্য রচনার জন্য বিখ্যাত:** [৪০তম বিসিএস]

(ক) ফকির গরীবুল্লাহ (খ) নরহরি চক্রবর্তী (গ) বিপ্রদাস পিপিলাই (ঘ) বৃন্দাবন দাস

- **গঠনরীতিতে 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্য মূলত–** **[৩৮তম বিসিএস]**

  (ক) পদাবলি (খ) ধামালি (গ) প্রেমগীতি (ঘ) নাটগীতি (নাট্যগীতি)

- **বিদ্যাপতি কোথাকার কবি ছিলেন?** **[৩৮তম, ২৮তম বিসিএস]**

  (ক) নবদ্বীপের (খ) মিথিলার (গ) বৃন্দাবনের (ঘ) বর্ধমানের

- **মধ্যযুগের শেষ কবি ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর কত সালে মৃত্যুবরণ করেন?** **[৩৬তম বিসিএস]**

  (ক) ১৭৫৬ (খ) ১৭৫২ (গ) ১৭৬০ (ঘ) ১৭৬২

- **মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে কোন ধর্মপ্রচারক-এর প্রভাব অপরিসীম?** **[৩৬তম বিসিএস]**

  (ক) শ্রীচৈতন্যদেব (খ) শ্রীকৃষ্ণ (গ) আদিনাথ (ঘ) মনোহর দাশ

- **"তাম্বুল রাতুল হইল অধর পরশে।" –অর্থ কী?** **[৩৫তম বিসিএস]**

  (ক) ঠোঁটের পরশে পান লাল হল

  (খ) পানের পরশে ঠোঁট লাল হল

  (গ) অস্তাচলগামী সূর্যের আভায় মুখ রক্তিম দেখা গেল

  (ঘ) অস্তাচলগামী সূর্য ও মুখ একই রকম লাল হয়ে গেল

# বিগত সালের বিসিএস লিখিত পরীক্ষার প্রশ্নসমূহ

- মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য ও প্রবণতা লিখুন। [৪৭তম বিসিএস লিখিত]
- শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যে গ্রামীণ জীবনের কী পরিচয় পাওয়া যায়? [৪৬তম বিসিএস লিখিত]
- বৈষ্ণব পদাবলিগুলোর বিষয়বস্তু ও রচনাকৌশল সম্পর্কে ধারণা দিন। [৪১তম বিসিএস লিখিত]
- 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যের পরিচয় এবং বিষয়বস্তু সম্পর্কে আলোচনা করুন। [৪০তম বিসিএস লিখিত]
- অন্ধকার যুগের সাহিত্যের নিদর্শন সম্পর্কে আলোচনা করুন। [৩৭তম বিসিএস লিখিত]
- 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যে গ্রামীণ জীবনের কী পরিচয় পাওয়া যায় তা লিখুন। [৩৬তম বিসিএস লিখিত]
- ভারতচন্দ্র রায় গুণাকরের কবি প্রতিভার মূল্যায়ন করুন। [৩৬তম বিসিএস লিখিত]
- বাংলা সাহিত্যে শ্রীচৈতন্যদেবের ভূমিকা পর্যালোচনা করুন। [৩৫তম বিসিএস লিখিত]
- বৈষ্ণব পদাবলি ধারায় বিদ্যাপতির বিশেষত্ব ব্যাখ্যা করুন। [৩৫তম বিসিএস লিখিত]

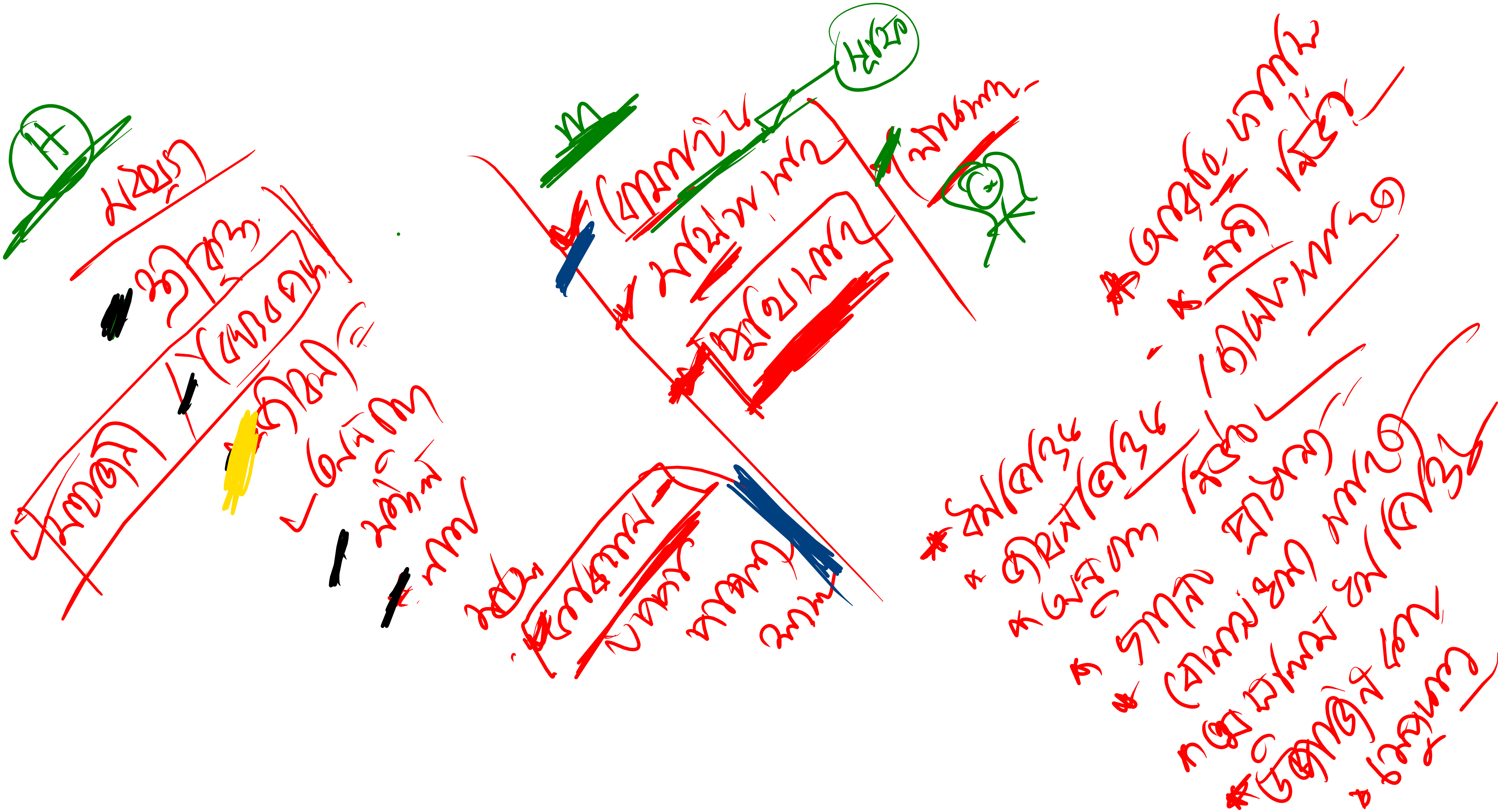

➢ **বাংলা সাহিত্যে 'অন্ধকার যুগ'-এর অস্তিত্ব সম্পর্কে মতামত দিন।** **[৪৫তম, ৪৩তম বিসিএস লিখিত]**

## সম্ভাব্য নমুনা কাঠামো:

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে 'অন্ধকার যুগ': বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে ১২০১ থেকে ১৩৫০ সাল পর্যন্ত সময় সাহিত্যের খরাভাবকে নির্দেশ করে। এই একশত পঞ্চাশ বছরের সময়কালই বাংলা সাহিত্যের অন্ধকার যুগ। হুমায়ুন আজাদ তার 'লাল নীল দীপাবলি' বা 'বাঙলা সাহিত্যের জীবনী' গ্রন্থে লিখেছেন: ১২০১ থেকে ১৩৫০ পর্যন্ত সময়ের মধ্যে রচিত কোন সাহিত্য কর্মের পরিচয় পাওয়া যায় না বলে এ সময়টাকে বলা হয় 'অন্ধকার যুগ'। তবে কিছু পণ্ডিত বাংলা সাহিত্যে অন্ধকার যুগের অস্তিত্বকে নাকচ করেছেন। ড. আহমদ শরীফ তার 'বাঙালী ও বাংলা সাহিত্য' শীর্ষক গবেষণাগ্রন্থে ১২০১ থেকে ১৩৫০ সময়কে বাংলা সাহিত্যের 'অন্ধকার যুগ' অভিহিতকরণ সত্যের অপলাপ বলেছেন। তিনি এই সময়কে 'কথকতার যুগ' বলেছেন।

১২০৪ সালে ইখতিয়ার উদ্দিন মুহম্মদ বিন বখতিয়ার খিলজি বাংলায় সেন বংশের শাসক লক্ষ্মণ সেনের রাজধানী নদীয়া বিনা বাধায় জয় করে এদেশে মুসলমান শাসনের সূত্রপাত করেন। মুসলমান শাসনের সূত্রপাতে দেশে রাজনৈতিক অরাজকতার কারণে কোনো উল্লেখযোগ্য সাহিত্যকর্ম রচিত হয়নি। আর হিন্দু এবং মুসলমান সম্প্রদায় বাংলাকে ভাষা হিসেবে গ্রহণ না করায় সাহিত্যিক নিদর্শন খুব কম ছিল। তবে সে সময় 'শূন্যপুরাণ', 'প্রাকৃতপৈঙ্গল', 'সেক শুভোদয়া' প্রভৃতি নামে সাহিত্য নিদর্শন পাওয়া গেছে যা বাংলা ভাষায় রচিত নয়। অর্থাৎ, উল্লেখযোগ্য বাংলা সাহিত্যে অনুপস্থিতির জন্য কোনো কোনো পণ্ডিত এই সময়কে বাংলা সাহিত্যের অন্ধকার যুগ বলে অভিহিত করেন।

➢ 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যের পরিচয় এবং বিষয়বস্তু সম্পর্কে আলোচনা করুন। **নম্বর: ০৩**

২.৫

(ক)

**শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য:**

বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগের প্রথম খাঁটি বাংলায় রচিত কাব্যগ্রন্থ 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্য। কাব্যটি ১৯০৯ সালে বসন্তরঞ্জন বিদ্বদ্বল্লভ বাঁকুড়ার কাঁকিল্যা গ্রামের [illegible] গোয়ালঘরের মাচা থেকে আবিষ্কার করেন। বড়ু চণ্ডীদাস এটি রচনা করেন। এ কাব্যের খণ্ড ১৩ (তেরো) টি।

**শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের বিষয়বস্তু:**

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন মূলত এক ধরনের নাট্যগীতি, বড়ু চণ্ডীদাসের এ কাব্যে মানবিক রাধা ও কৃষ্ণের প্রেমলীলা বর্ণিত হয়েছে। প্রেমের সুস্থ স্বাভাবিক মাধ্যমে রাধা ও কৃষ্ণের মিলনের কথা সুন্দর হয়েছে। তবে এ কাব্যে রাধা ও কৃষ্ণ মানবিক গুণ সম্পন্ন রাধা ও কৃষ্ণ, জীবাত্মা কিংবা পরমাত্মার বিমূর্ত প্রতীক নয়। জন্মখণ্ড হতে রাধার বিরহ খণ্ড পর্যন্ত প্রতিটি খণ্ডেই মানবিক রাধা ও কৃষ্ণের পরিচয় পাওয়া যায়।

রাধা কৃষ্ণের প্রেমের আখ্যানের এ কাব্যে মধ্যযুগের গ্রাম প্রকৃতি এবং সমাজ কাঠামোর চিত্র ফুটে উঠে।

— x —

# BCS কঠিন নয়;
# প্রস্তুতি যদি গোছানো হয়

উত্তরণ
ক্যারিয়ার এন্ড স্কিলস একাডেমি